আশিকে রাসূলদের মদীনার সফর

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

আশিকানে রাসূলদের মদীনার সফর

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "জুমার দিন আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করো। কেননা, এটি উপস্থিতির দিন, এতে ফিরিশতারা হাজির হয়ে থাকে এবং যে ব্যক্তিই আমার উপর দরূদ পাক পাঠ করে তার দরূদ আমার দরবারে পেশ করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি আরয করলাম: জাহেরী বেছালের পরও কি? **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام শরীরকে খাওয়া জমিনের উপর হারাম করে দিয়েছেন। **আল্লাহ্ তাআলার** নবীগণ জীবিত, তাদেরকে বিযিক প্রদান করা হয়।"

(ইবনে মাজাহ, কিতাবু মা জাআ ফিল জানায়িজ, বাবু যিকরু ওফাতাহু ওয়া দাফনাহু, ১/২৯১, হাদীস- ১৬৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوْبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَة "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! জুলহিজ্জাতুল হারাম মাস নিজ বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে। এটা ঐ মোবারক সময়, যাতে লাখো সৌভাগ্যবান হজ্জের ইচ্ছা পোষণকারী , হজ্জের সৌভাগ্য অর্জন করে মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا যিয়ারতে মুগ্ধ হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে মদীনার আলোচনা আশিকে রাসূলদের অন্তরের প্রশান্তির কারণ। মদীনার আশিকগণ এর বিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং যিয়ারতে আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। দুনিয়ার যতগুলো ভাষায় যেভাবে মদীনা মুনাওয়ারার বিরহ বিচ্ছেদের কৃসীদা পড়া হয়েছে, ততগুলো দুনিয়ার আর কোন শহর বা স্থানের জন্য পড়া হয়নি। যার একবার মদীনা মনোয়ারার দীদার নসীব হয়ে যায় সে নিজেকে অনেক বড় সৌভাগ্যবান মনে করে এবং মদীনায় অতিবাহিত হওয়া সুন্দর মুহূর্তগুলো সব সময়ের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকে। কোন আশিকে রাসূল মদীনার নূরানী পরিবেশ অতিবাহিত হওয়া মুহূর্তগুলো স্মরণ করে কি সুন্দর বলেছেন:

ওহী সা'আতেঁ থি সুরুর কি, ওহী দিন হে হাসিনে জিন্দেগী,
বাহুযুরে শা'ফেয়ে উম্মাতাঁ মেরী জিন দিনোঁ তালাবী রাহী।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সফরে মদীনা:

আশিকে মাহে রিসালাত, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর দ্বিতীয় হজ্জের সফরে হজ্জ আদায় করার পর অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন অসুস্থতা বেড়ে যাওয়াতে আমার সবচেয়ে বেশি চিন্তা ছিলো **ছরকার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরী নিয়ে। যখন অসুস্থা বাড়তে লাগলো আমি তখন হাজিরীর ইচ্ছা পোষণ করলাম। ওলামারা আমাকে বাধা দিলো। প্রথমে তো বললো যে, আপনার অবস্থা শোচনীয় আর গন্তব্যও অনেক দূর! আমি আরয করলাম: "সত্যি বলতে কি! হাজিরীর আসল উদ্দেশ্য তো মদীনায় যিয়ারত করা, দু'বারই এই নিয়্যতে ঘর থেকে বের হয়েছি। مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) যদি তাই না হয়, তবে হজ্জ এর আনন্দ কিসে?" তারা আবারো অনুরোধ করলো এবং আমার অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো।

www.dawateislami.net

আমি হাদীস শরীফ পাঠ করলাম: "مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ [১] অর্থাৎ- যে হজ্জ করলো এবং আমার (কবর) যিয়ারত করলো না, সে আমার উপর জুলুম করলো।" তারা বললো: আপনি তো একবার যিয়ারত করেছেন। আমি বললাম: আমার কাছে হাদীস শরীফের অর্থ এই নয় যে, জীবনে যতবারই হজ্জ করুক, যিয়ারত একবারই যথেষ্ট। বরং প্রত্যেকবার হজ্জের সাথে যিয়ারত আবশ্যক। এখন আপনারা দোয়া করুন যে, আমি যেন **ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত পৌঁছে যাই। রওজায়ে আকদাসে যেন এক নজর পড়ে যায় যদিও বা ওই মুহূর্তেই আমি মরে যাই।[২]

উস কে তুফেল হজ্জ ভি খোদানে করা দিয়ে,
আছল মুরাদ হাজিরী উচ পাক দর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ, ২০২ পৃষ্ঠা)

চলোঁ দুনিয়াছে মেঁ ইচ শান ছে এ্যয় কাশ! ইয়া আল্লাহ্!
শাহে আবরার কি চৌকাট পে সর হো মেরা খম মওলা।
সুনেহরী জালিয়ুঁ কে সামনে এ্যয় কাশ! এ্যয়ছা হো,
নিকাল জায়ে রাসূলে পাক কে জালওয়াওঁ মে দম মওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আশিকদের ইমাম, আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **মদীনার তাজেদার, দো-জাহানের মালিক ও মুখতার, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর বর্ষনকারী দরবারের হাজিরীর জন্য ব্যাকুল থাকতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যদি চাইতেন কিছুদিন পর (রোগ মুক্তির পর) এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতেন। যেহেতু ইশকে রাসূল তাঁর পুঁজি এবং রাসূলের দরবারে হাজিরী তাঁর গন্তব্য ছিলো। সেহেতু কঠিন অসুস্থতাও তাকে দরবারে রাসূলের হাজিরী থেকে আটকাতে পারেনি।

---

[১] (কাশফুল খা'ফা, হুরফুল মিম, ২/২১৮, হাদীস- ২৪৫৮)
[২] (আশিকানে রাসূল কি ১৩০ হিকায়াত, মক্কা মদীনে কি যিয়ারতে, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মোটকথা তাঁর একটাই আকর্ষণ কাজ করছিলো যে, ব্যস যে কোন ভাবেই রওজায়ে রাসূলের একটি ঝলক দেখে নিই এবং আমার চোখ শীতল করে নিই। অতঃপর যদি আমার মৃত্যুও এসে যায় তবে তাতে আমি কোন পরওয়াও করিনা। আর তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই বাক্যটিও তো ইতিহাসের পাতায় সোনালী হরফে লিখে রাখার যোগ্য যে, "সত্যি বলতে কি! হাজিরীর আসল উদ্দেশ্য তো মদীনার যিয়ারত করা। দু'বারই এই নিয়্যতে ঘর থেকে বের হয়েছি। مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) যদি তাই না হয় তবে হজ্জ এর আনন্দ কিসে?"

আহ্! আমাদেরও যেন **হুযুর আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশক এবং মদীনার জন্য সত্যিকার ব্যাকুলতা নসীব হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে যার মনে মদীনার যাওয়ার আগ্রহ থাকে, তার উপর **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়া অবশ্যই হয় এবং সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও আশ্চার্যজনক ভাবে তার হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জন হয়ে যায়। বরং যদি এও বলা হয় তবে মনে হয় ভুল বলা হবে না যে, মক্কা মুকার্‌রমা ও মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا ঐ সম্মানিত স্থান, যেখানে কেউ নিজ ইচ্ছায় যেতে পারে না বরং ডাকা হয়। আসুন মদীনার ব্যাকুলতা মনে সৃষ্টি করার জন্য মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এবং রওজায়ে আকদাসের হাজিরীর ফযীলত সম্পর্কে তিনটি **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবন করি:

মদীনা মানুষকে পাক পবিত্র করে দেয়

(১) "اَلْمَدِيْنَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا মানুষদেরকে এভাবে পাক পবিত্র করে দেয়, যেভাবে আগুনের ভাট্টি লোহার মরিচা পরিস্কার করে দেয়।"[২]

শাফায়াতের মর্যাদা

(২) "যে ব্যক্তি আমার (কবর) যিয়ারতের জন্য আসে এবং আমার ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে আমার উপর হক হলো যে,

[২] (মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু মদীনা তানফি শারারাহা, ৭১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৮৬)

www.dawateislami.net

কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করা।"[১]

আমার কবর যিয়ারত করা মানেই আমারই যিয়ারত করা

(৩) "مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِیْ بَعْدَ وَفَاتِیْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِیْ فِیْ حَیَاتِیْ" অর্থাৎ- যে আমার জাহেরী ওফাতের পর হজ্জ করে অতঃপর আমার কবর মোবাকের যিয়ারত করে মূলতঃ সে আমার জাহেরী হায়াতেই আমার যিয়ারত করলো।"[২]

রওযায়ে আকদাস যিয়ারতের ১০টি উপকারীতা

মুবাল্লিগে ইসলাম শায়খ শোয়াইব হারিফিশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **ছরকারে মদীনা, সূরুরে কলবো সীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবর মোবারকের যিয়ারতকারীদের জন্য ১০টি কারামাত অর্থাৎ মর্যাদা রয়েছে: (১) সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে, (২) উদ্দেশ্য পূরণে সফল হবে, (৩) তার চাহিদা পূর্ণ হবে, (৪) সে দান-অনুদান করার সামর্থবান হবে, (৫) সে ধ্বংস ও ক্ষতি হতে নিরাপত্তা লাভ করবে, (৬) দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র হবে, (৭) তার সমস্যার সহজ সমাধান হবে, (৮) দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ থাকবে, (৯) সে আখিরাতে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে এবং (১০) পূর্ব ও পশ্চিমের **রব তাআলার** দয়া অর্জিত হবে।[৩]

ইয়া রব! তেরে মাহবুব কা জলওয়া নজর আয়ে, উচ নূরে মুজাস্সম কা ছারা পা নজর আয়ে।
এ্যয় কাশ! কভি এ্যয়ছা ভি হো খোয়াব মে মেরী, হুঁ জিছ কি গোলামী মেঁ ওয়হ আক্বা নজর আয়ে।
তাবিনদা মুকাদ্দার কা সিতারা নজর আয়ে, জব আখঁ খুলে গুম্বদে খাদ্বরা নজর আয়ে।
জিস দর কা বানায়া হে গদা মুঝ কো ইলাহী, উচ দর পে কভি কাশ! ইয়ে মাঙ্গতা নজর আয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ! আপনারা দেখলেন তো! যে, মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا হাজিরী কতই না সৌভাগ্যের বিষয়।

---

[১] (মু'জামুল কবির, সালেম আন ইবনে ওমর, ১২/২২৫, হাদীস- ১৩১৪৯)
[২] (দারে কুতনি, কিতাবুল হজ্জ, বাবুল মাওয়াকিয়াত, ২/৩৫১, হাদীস- ২৬৬৭)
[৩] (রউজুল ফায়িক, আল মজলিসুস সানী ওয়া হামসুল, ফি যিয়ারাতুল নবী, ৩০৭-৩০৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এর বরকতে গুনাহ ধূয়ে যায়, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব হয়ে যায় এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে, যে সৌভাগ্যবানের কবরে আনওয়ারের যিয়ারত নসীব হয়ে যায় তা এমন যে, যেন তার স্বয়ং **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হয়ে গেলো। যাহোক আমাদের সব সময় মদীনার স্মরণে ব্যাকুল থেকে আহ্বানের অপেক্ষায় থাকা উচিত এবং অধিক হারে সালাত ও সালাম পাঠ করার সাথে সাথে প্রতি বৎসর হজ্জের সুবাসিত মৌসুমে হজ্জ ইচ্ছুক ও মদীনার যাত্রীদের মাধ্যমে বিশেষ করে নিজের সালাম বারগাহে **খাইরুল আনাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ পৌঁছানো উচিত।

যারা সালাম পাঠালো তাদের সালামের উত্তর

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কেউ আমার কাছে সালাম পাঠায় তবে **আল্লাহ্ তাআলা** আমার রূহ আমাকে ফিরিয়ে দেন যতক্ষন না আমি তার সালামের উত্তর দিয়ে দিই।"[২]

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসের টিকায় লিখেছেন: এখানে রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য মনোযোগ। ঐ প্রাণ নয় যা দ্বারা জীবন বহাল থাকে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদাই প্রাণ সহকারে জীবিত। এই হাদীস শরীফ দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আমি তো এমনি প্রাণহীন থাকি, কারো দরূদ পড়ার কারণে জীবিত হয়ে উত্তর প্রদান করতে থাকি। তবে প্রতি মুহূর্তে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পড়া হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজন হবে যে, প্রতি মুহূর্তে লাখোবার তাঁর রূহ বাহির ও প্রবেশ করাতে থাকা। মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি নিয়তঃ অগণিত দরূদ পাঠকারীর দিকে সমান মনোযোগ দিয়ে থাকেন। সবার সালামের উত্তর প্রদান করেন। যেমন সূর্য একই সময় সমগ্র পৃথিবীতে মনোযোগ দেয়, তেমনিভাবে নবুয়তের আকাশের সূর্যও একই সময় সবার দরূদ ও সালাম শুনে এবং এর উত্তরও প্রদান দকরে। কিন্তু এতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন প্রকার কষ্টও অনুভব হয়না।

---

[২] (আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু যিয়ারাতিল কুবুর, ২/৩১৫, হাদীস- ২০৪১)

www.dawateislami.net

কেনই হবেনা, প্রকাশকারী সত্ত্বতো **আল্লাহ্**-ই। (যেমন) **আল্লাহ্ তাআলা** একই সময় সবার দোয়া শুনে থাকে। (তেমনি **তাঁরই মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁরই** দান ক্রমে একই সময়ে অগনিত আশিকের দরূদ ও সালাম শুনে থাকেন।)[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! এবার মদীনার হাজিরী এবং সফরে মদীনা সম্পর্কিত বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা এবং তা থেকে অর্জিত মাদানী ফুল শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

সাহাবীয়ে রাসূলের আক্বীদা

মারওয়ান তার শাসনামলে একদিন কোথাও যাচ্ছিলো সে কোন ব্যক্তিকে দেখলো যে, **হুযুর সায়্যিদুন মুরসালিন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবরে আনওয়ারে নিজের মুখমণ্ডল রেখে বসে আছেন। মারওয়ান বললো: তুমি কি জানো যে, তুমি কি করছো? যখন তিনি মারওয়ানের দিকে ফিরলেন তখন দেখলেন যে, তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ। তিনি বললেন: "হ্যাঁ! আমি কোন পাথরের কাছে আসিনি। আমি তো **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাজকীয় দরবারে উপস্থিত হয়েছি। আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছি যে, দ্বীনের জন্য তখন অশ্রু ঝরাবে না যখন তার দায়ীত্ব ভদ্র এবং উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে থাকে। দ্বীনের জন্য তখন অশ্রু ঝারাবে যখন তার দায়ীত্ব অভদ্র ও অনুপযুক্ত ব্যক্তির কাছে থাকে।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাঁদের এই বিশ্বাস ছিলো যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ কবরে আনওয়ারে জীবিত।

---

[১] (মিরআতুল মানাজিহ, ২/১০১)

[২] (মুসনাদে আহমদ, হাদীস আবু আইয়ুব আনসারী, ৯/১৪৮, হাদীস- ২৩৬৪৬)

www.dawateislami.net

এই জন্যই হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মারওয়ানকে এতো কঠোর ভাষায় উত্তর দিয়েছিলো যে, আমি কোন পাথরের কাছে আসিনি, যা কিনা প্রাণ বিহীন হয়, না শুনতে পারে, না বলতে পারে বরং আমি তো **আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে উপস্থিত যিনি আজও নিজ কবরে আনওয়ারে স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে জীবিত। তাই আমাদেরও শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে এই বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে যে, শুধুমাত্র **ছরকারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নয় বরং সকল আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নিজ নিজ কবরে জীবিত। যেমন-

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْاَنْبِیَاءُ اَحْیَاءٌ فِیْ قُبُوْرِھِمْ یُصَلُّوْنَ" অর্থাৎ- আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام নিজ কবরে জীবিত, (এবং) নামাযও আদায় করে।"[১] অন্য এক হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে: "اِنَّ اللّٰہَ حَرَّمَ عَلَی الْاَرْضِ اَنْ تَاْکُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِیَاءِ فَنَبِیُّ اللّٰہِ حَیٌّ یُّرْزَقُ" অর্থাৎ- নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام দেহকে খাওয়া জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং **আল্লাহ্ তাআলার** নবীগণ জীবিত, তাঁদের রিযিক দেয়া হয়।"[২]

তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ্ তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ্,
মেরে চশমে আলম ছে চুপ জানে ওয়ালে। (হাদায়িকে বখশিশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সময়ের কুতুব হযরত সায়্যিদ আহমদ কবির রিফায়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ এর সফরে মদীনা

ইমামুল আরেফিন, কুতুবে যামান হযরত সায়্যিদ আহমদ কবির রিফায়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ যখন হজ্জের পর মদীনা মুনাওয়ারা زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا রওযায়ে আনওয়ারে উপস্থিত হয়ে আরবীতে এই দু'টি শের পাঠ করলেন:

---

[১] (মুসনাদে আবু ইয়ালা, মুসনাদ আনাস বিন মালিক, ৩/২১৬, হাদীস- ৩৪১২)
[২] (ইবনে মাযাহ, কিতাবুল জানায়েযম বাবঃ যিকির ওয়া ফাতাহ ওয়া দাফনা, ২/২৯১, হাদীস- ১৬৭৩)

www.dawateislami.net

فِیْ حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِیْ کُنْتُ اُرْسِلُهَا تُقَبِّلُ الْاَرْضَ عَنِّیْ فِهِیَ نَائِبَتِیْ
وَهٰذِهٖ دَوْلَةُ الْاَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ یَمِیْنَكَ کَیْ تَحْظٰی بِهَا شَفَتِیْ

অর্থাৎ- "দূরে থাকাবস্থায় আমি আমার রূহকে আপনার মহান দরবারে পাঠাতাম, তখন আমার প্রতিনিধি হয়ে আস্তানায়ে মোবারককে চুম্বন করতো। আর এখন স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। সুতরাং আপনার হাত মোবারক বাড়িয়ে দিন যেন আমার ঠোঁট আপনার হাত চুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।" যখনি এই শের শেষ হলো, সাথে সাথে কবর মুনাওয়ার থেকে হাত মোবারক বের হলো এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ হাত চুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।[২]

ওয়াহ কিয়া জুদ করম হে শাহে বাত্বহা তেরা,
"নেহি" সুনতা হি নেহি মাঙ্গনে ওয়ালা তেরা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی মদীনা শরীফে হাজিরীর জন্য অনেক ব্যাকুল থাকতেন। যেমন- ইমামুল আরেফীন হযরত সয়্যিদ আমহদ কবির রিফায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর ব্যাপারে আমরা শুনলাম যে, তাঁর উপর মদীনার স্মরণ এবং **রাসূল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশক প্রাধান্য বিস্তার করাতো বরং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ ইশকে অতিশয়ে সান্তনার জন্য শারীরিক ভাবে না পারলেও রূহানী ভাবে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারের চৌকাটকে চুমু দিতে থাকতেন। অতঃপর তাঁর ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হলো, প্রতিক্ষার প্রহর শেষ হলো এবং যখন রিসালাতের দরবার থেকে তাঁর ডাক আসলো তখন দেহ ও রূহ একসাথে মদীনার দিকে ধাবিত হলো এবং মহান আস্তানায় পৌঁছে বিশ্বস্ততায় ভরপুর ছন্দময় শের মহা মর্যাদাবান দরবারে উপহার স্বরূপ উপস্থাপন করলেন।

[২] (আল হাওয়িল ফাতাওয়া, কিতাবুল বা'আচ, তানভিরিল হলক ফি ইমকানি রাওইতান নবী ওয়াল মালাক, ২/৩১৪)

www.dawateislami.net

দয়ার উপর দয়া হলো যে, **বারগাহে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ প্রেমিকের এই ছন্দময় শের উচ্চস্থান দখল করলো, **মুস্তফা**র দয়ার সাগরে জলোচ্ছাস এলো এবং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরে আনওয়ার থেকে নিজ পবিত্র হাত মোবারক বাইরে বের করে দিয়ে নিজের সত্যিকার আশিকের হস্তচুম্বনের পুরোনো ইচ্ছাকে সাথে সাথেই পূরণ করে দিলেন।

লবওয়া হে আঁখ বন্ধ হে ফেলি হে ঝুলিয়াঁ, কিতনে মজে কি ভিক তেরে পাক দরকি হে।
মাঙ্গঁতা কা হাত উঠতেহি দাতা কি দাইন থে, দূরি কবুল ও আরয মে বাস হাত ভর কি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে মিল্লাতের সফরে মদীনা

পাঞ্জাব (পাকিস্তান) এর প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল বুযুর্গ, আমীরে মিল্লাত হযরত মাওলানা পীর সায়্যিদ জামায়াত আলী শাহ্ মুহাদ্দীস আলীপুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا গেলো। তখন তাঁর কোন মুরিদ মদীনা মুনাওয়ার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا একটি কুকুরকে হঠাৎ ঢিল মেরে দিলো। যার আঘাতে কুকুরটি চিৎকার করে উঠলো। কেউ হযরত আমীরে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বলে দিলেন যে, আপনার অমুক মুরিদ মদীনা শরীফের একটি কুকুরকে মেরেছে। একথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অস্থির হয়ে গেলেন এবং নিজের মুরিদদের আদেশ করলেন যে, শীঘ্রই ঐ কুকুরটি খুঁজে এখানে নিয়ে এসো। সুতরাং কুকুরটিকে আনা হলো। হযরত আমীরে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উঠলেন এবং কান্না করতে করতে ঐ কুকুরটিকে সম্বোধন করে বললেন: 'হে নবীর দেশের বাসিন্দা! **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে আমার মুরিদের এই ভুলকে ক্ষমা করে দাও।' অতঃপর ভুনা মাংস ও দুধ আনালেন এবং সেটিকে খাওয়ালেন। আর সেই কুকুরটিকে বললেন: 'জামায়াত আলী শাহ্ তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে তাকে ক্ষমা করে দাও।'[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

[২] (সুন্নি ওলামা কি হিকায়াত, ২১১ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩৭)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পশুদেরকেও কিরূপ ভালবাসতেন। তাঁরা কখনো মেনে নিতে পারতেন না যে, কেউ **মাহবুবের** দেশের কুকুরের সাথেও খারাপ আচরণ করবে এবং তাদের কষ্ঠ দিবে। এই কারণেই আমীরে মিল্লাত পীর সায়্যিদ জামায়াত আলী শাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখনি জানতে পারলেন যে, আমার কোন মুরিদ এই মর্যাদাবান শহরের এক কুকুরকে ঢিল মেরেছে, তখন তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শান্তি ও ধৈর্য বিলুপ্ত হয়ে গেলো। অশান্ত ও ব্যাকুল হযে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ মুহুর্তেই আদেশ করলেন যে, যে কোন উপায় ঐ কুকুরটিকে খুঁজে বের করো আর আমার কাছে নিয়ে এসো। সুতরাং যখন ঐ কুকুরটিকে আনা হলো। তখন দেখা গেলো যে, যুগের প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল, লাখো মুরিদের পথ প্রদর্শক এবং এক কামিল ওলী কান্নাকাটি করতে করতে ঐ কুকুর থেকে শুধুই নিজের মুরিদের ভুলের ক্ষমা চাইলেন না বরং উন্নত খাবার খাইয়ে তার সেবা যত্ন করলেন এবং মন খুশি করলেন। এমনকি যখন মনের প্রশান্তি আসলো না তখন আরো একবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন:

কুমন্ত্রণা

হয়তো বা কারো মনে এই প্ররোচনা আসবে যে, কুকুর তো একটি নিকৃষ্ট জন্তু। অতএব তার সাথে এরূপ আচরণ করা, তার সামনে কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করা, এক ওলীয়ে কামিলের জন্য তাও আবার সফরে মদীনার মতো পবিত্র ও সম্মানিত সময়ে, অবশ্যই শোভা পায় না।

কুমন্ত্রণার উত্তর

মনে রাখবেন! কুকুর যদিও বা সাধারণত একটি নিকৃষ্ট জন্তু, কিন্তু সেটিকে বা যে কোন জন্তু-জানোয়ারকে অযথা মারা নিষেধ। যেমন- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: 'অযথা কোন পশুকে মেরো এবং মাথা ও চেহারায় কখনো মেরো না।

www.dawateislami.net

কেননা, এটা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয।' বাকী রইলো এক ওলীয়ে কামিলের একটি কুকুরের সাথে ভাল ব্যবহার করা। তবে এখানে এই কথাটি মনে গেথেঁ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী যে, যখন কোন সাধারণ বস্তু কোন নবী, ওলী বা কোন পবিত্র বস্তুর সংস্পর্শে আসে বা তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়। তখন ঐ সংস্পর্শ ও সম্পর্কের বরকতে সাধারণ বস্তুটি আর সাধারণ থাকে না। বরং অসাধারণ, গুরত্বপূর্ণ এবং অমূল্য হয়ে যায়। যেমন- "কিতমির" যতিওবা আসহাবে কাহাফের কুকুর ছিলো কিন্তু **আল্লাহ্** ওয়ালাদের সংস্পর্শ ও সম্পর্কের কারণে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে গেলো। এমনকি এ কারণেই কুরআনে পাকে এর আলোচনাও বিদ্যমান এবং সেটা জান্নাতেও যাবে। যেমন- প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন: কিছু জানোয়ার জান্নাতে যাবে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উটনী "ক্বাসওয়া", আসহাবে কাহফের কুকুর "কিতমির", হযরত ছালিহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উটনী এবং হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর গাধা।[২]

অতএব, যেই কুকুরকে আমীরে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুরিদ ঢিল মেরেছিলো তাও কোন সাধারণ কুকুর ছিলো না বরং তার **হাবীবে কিবরীয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় শহর মদীনা মুনাওয়ারার সাথে সম্পর্ক অর্জিত ছিলো, তা মাহবুবের শহরের অলি-গলির সাথে সম্পর্ক যুক্ত ছিলো। এই জন্যই আমীরে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেই কুকুরটিকে আদব ও সম্মান করেছিলো এবং তার থেকে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছিলো। যাই হোক এটা ইশক ও মাহাব্বতের কথা এবং আশিক ও মুহাব্বতকারীরাই এটা বুঝতে পারবে।

আপ কি গলিয়োঁ কে কুত্তোঁ পে তাছাদ্দুক জায়োঁ,
কেহ মদীনে কে ওয়হ কুচোঁ মে ফেরী করতে হে।
আপকি গলিয়োঁ কে কুত্তে মুঝ ছে তো আচ্ছে রাহে,
হে সুকুঁ উন কো মুয়াস্সার সবজ গুম্বদ দেখ কর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

[২] (মিরআতুল মানাজিহ, ৭/৫০১)

www.dawateislami.net

হে ব্যথা তোমার স্থান তো আমার অন্তরে

প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১৩৯০ হিজরী সনে হজ্জ ও যিয়ারতে মদীনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সেই বিষয়ে সফরে মদীনার এক ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বরেন: আমি মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পিছনে গিয়ে পরে গেলাম। তাতে ডান হাতের কব্জির হাঁড় ভেঙ্গে গেলো। ব্যথা বেড়ে গেলে আমি তাতে চুমু দিয়ে বললাম: হে মদীনার ব্যথা! তোমার স্থান আমার অন্তরে। তোমাকে আমি মাহবুবের দরজায় পেয়েছি।

তেরা দরদ মেরা দরমাঁ তেরা গম মেরী খুশি হে,
মুঝে দরদ দেনে ওয়ালে তেরি বান্দা পাওয়ারি হে।

(বলছেন যে) ব্যথা তো সেই সময় থেকে চরে গিয়েছিলো কিন্তু হাত কাজ করছিলো না। ১৭ দিন পর সরকারি হাসপাতালে এক্সরে করা পর দেখা গেলো হাঁড় ভেঙ্গে দু'টুকরো হযে গিয়েছে। যাতে অনেক দুরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি চিকিৎসা করলাম না। অতঃপর ধীরে ধীরে হাত কাজ করতে লাগলো। মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا সেই হাসপাতারের ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল বললো: এটা বিশেষ চমৎকারিত্ব। এই হাত চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে নাড়া ছাড়া করাও সম্ভব ছিলো না। ঐ এক্সরে (X-Ray) আমার কাছে আছে। হাঁড় এখনো ভাঙ্গাই আছে। এই ভাঙ্গা হাত দিয়ে তাফসির লিখছি। আমি এই ভাঙ্গা হাতের চিকিৎসায় এটা করেছিলাম যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর মহান দরবারে দাঁড়িয়ে আরয করে ছিলাম: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার হাত ভেঙ্গে গেছে। হে আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ভাঙ্গা পায়ের গোছা জোড়া দানকারী! হে মু'আজ বিন আফরাআ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ভাঙ্গা বাহু জোড়া লাগানোকারী! আমার ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগিয়ে দাও।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

[২] (তাফসীরে নাঈমী, ৯/৩৮৮)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی কিরূপ মাদানী যেহেন (মন-মানষিকতা) ছিলো যে, মদীনা মুনাওয়ারায় পাওয়া দুঃখ কষ্টকে শুধুই প্রফুল্লচিত্তে বরণ করে না বরং তা নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন। যেমন- বর্ণনা কৃত ঘটনায় স্পষ্ট যে, মুফতি সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর হাতের কব্জির হাঁড় ভেঙ্গে গেলো। কিন্তু তাঁর ধৈর্য ও সৌভাগ্যতার এই অবস্থা যে, আহ, উহ বরং চিৎকার চেচামেচি করার পরিবর্তে এর কারণে ব্যথাকে নিজের জন্য নেয়ামত লাভের নিদর্শন মনে করে গ্রহণ করে নিলেন। এটাতো আমার জন্য নবীর শহরের এক মহা মূল্যবান উপহার। যাই হোক, এসব ঐ সবল মহান ব্যক্তিদের বিশেষত্ব যে, তাঁদের মদীনার রাস্তায় কাঁটাকেও ফুল মনে হতো। আহ! আমাদেরও যদি সেই বুযুর্গদের সদকা নসীব হয়ে যেতো এবং হায়! আমাদেরও যখন মদীনায় যাওয়ার সুযোগ হবে, তখন যেন সফরে মদীনার খুবই বরকত অর্জন করতে পারি। আর সেই সময়ে মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এবং **মুম্বদে হাদ্বরার মালিক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমে এমন ভাবে বিলীন হয়ে যাইযে, এই সফরে আসা বিভিন্ন দুঃখ ও কষ্ট আমাদের জন্য শুধু না আরাম ও প্রশান্তির কারণ হোক বরং দুনিয়া না পাওয়ার বেদনা ও সম্পদ হারানোর কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যাই এবং আমাদের গুনাহগুলোর ক্ষমার কারণ হয়ে যায়। আমীন!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! এবার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সফরে মদীনার আনন্দঘন ও অদ্ভুদ আচরণ সম্পর্কে শুনি। কেননা, নিঃসন্দেহে তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও ইশকে রাসূলের এমন এক মর্যাদায় সমাসিন যে, যার কারণে তাঁকে ও আশিকে রাসূলেদের কাতারের প্রথম দিকে গন্য করা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাতের সফরে মদীনার অবস্থা শুনে নিশ্চয় আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **এর মদীনার সফর**

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কয়েকবার সফরে হজ্জ ও সফরে মদীনার সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে। যাতে সম্মিলিত ভাবে যে অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিলো তা কোন ভাবেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে তাঁর একবার সফরে মদীনার সংক্ষিপ্ত অবস্থা শুনার চেষ্টা করবো। সুতরাং মদীনা পাকের দিকে রওয়ালা হবার যখন সেই বরকতময় সময়টুকু আসলো, তখন এয়ারপোর্ট আশিকানে রাসূলের এক বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁকে আল-বিদা জানাতে উপস্থিত ছিলো। মদীনার দিওয়ানাগণ তাঁকে ঘিরে নাত শরীফ পাঠ করা আরম্ভ করে দিলো। বেদনা বিধুর নাতগুলো আশিকদের ইশকের আগুনকে আরো জোড়ে জাগিয়ে দিলো। মদীনার প্রেমজ্বালায় সৃষ্ট আহাজারী ও হিচাকর আওয়াজে আশপাশের পরিবেশে শোকের ছায়া পড়ে গিয়েছিলো। খোদ আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অবস্থা বড়ই আজব আকার ধারণ করেছিলো। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর অবিরত ধারা বাইয়ে যাচ্ছিলো এবং তাঁকে তাঁর নিজের এই পংক্তিগুলোর বাস্তব রূপ হিসেবে দেখা যাচ্ছিলো:

আঁসোঁ কি লড়ী বন রাহি হে, আউর আহোঁ ছে পাঠতা হো সীনা,
বিরদে লব হো মদীনা মদীনা, যব চরে সুয়ে ত্যায়বা সফিনা।

ইশক ও ভালবাসার এই অনন্য ধরণ প্রত্যেকের বুঝে আসতে তো পারেই না। কেননা, মদীনা তায়্যিবার হাজিরী দেয়ার যাওয়া ব্যক্তিরা তো সচরাচর হাসি মুখে মোবারকবাদ গ্রহণ করতে করতে যায়। মদীনার যিয়ারতকারীদের তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের একটি কালামে এভাবে মাদানী যেহেন বানানোর চেষ্টা করেছেন:

আরে যাইরে মদীনা! তু খুশি ছে হাঁস রাহা হে!
দীলে গম যাদা জু পাতা তো কুছ আউর বা-ত হো তী।

www.dawateislami.net

অবশেষে মদীনার বিভোর অবস্থায় সফরে মদীনা শুরু হয়। যতই গন্তব্য নিকটস্থ হতে লাগলো তাঁর دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইশকের জ্বালা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সেই পবিত্র ভূ-খন্ডে পৌঁছতেই তিনি জুতা খুলে ফেললেন। **আল্লাহ্! আল্লাহ্!** ইশকে রাসূলের প্রকৃতি সম্পর্কে এতো বেশি অবগত যে, নিজেই তাঁর কালামে বলেন:

পাঁও মে জুতা আরে মাহবুব কা কুছে হে ইয়ে,
হুঁশ কর তু হুঁশ কর গাফিল! মদীনা আ-গেয়া।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেই পবিত্র ভূ-খন্ডের আদবের এতই মনোযোগী যে, ১৪০৬ হিজরীতে হজ্জ পালন কালে তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অসুস্থ হয়ে পরেন। প্রচণ্ড সর্দি হয়ে গিয়েছিলো। নাক দিয়ে অঝোর ধারায় পানি পড়ছিলো। এতদসত্ত্বেও তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কখনো মদীনা পাকের জমিনে নাক পারিস্কার করেননি। তাঁর প্রতিটি কাজে আদবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যতদিন মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলেন যথাসম্ভব সবুজ গুম্বদের দিকে পিঠ হতে দেননি।

মদীনা ইছ লিয়ে আত্তার জান ও দিল ছে হে পিয়ারা,
কেহ্ রেহতে হে মেরে আক্বা মেরে দিলবর মদীনে মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! কেউ দরদে মদীনা, তো কেউ আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে শিখুন। যখন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মদীনা শরীফ থেকে দূরে থাকেন, তখনও তাঁর ঠোঁঠে সর্বদা মদীনার যিকির ও মদীনা ওয়ালার যিকির চলতেই থাকে। কিন্তু যখন **ব্যাকুল অন্তরের প্রশান্তি, রহমতে দারঈন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সফরে মদীনার সুসংবাদ পান, তখন তাঁর মনের দুনিয়ার অবস্থা উলট-পালট হয়ে যায়। অশ্রুর প্রচণ্ড ঝড় চোখের মাধ্যমে উচ্চাসিত হয়ে পরে এবং তিনি যেন এই পংক্তিগুলোর বাস্তব প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠল:

মদীনে কা সফর হে আউর মেঁ নাম দিদা নাম দিদা
জাঁবী আফসুরদা আফসুরদা বদন লরযিদাহ্ লরযিদাহ।

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সদকায় গমে মদীনার চিরস্থায়ী দৌলত দিয়ে সৌভাগ্যবান করুন এবং বারবার নিজ মুর্শিদের সাথে সফরে মদীনা ও মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا বা-আদব হাজিরী নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا রওজায়ে রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আহ! আমাদের জীবনেও ঐ মোবারক মুহূর্তও নসীব হোক। কিন্তু মনে রাখবেন যে, এই দরবারের হাজিরী নসীব হওয়ার জন্য আবশ্যক যে, এই সুউচ্চ দরবারের আদবের বিশেষ মনোযোগী হওয়া। কেননা, সামান্যতম অসাবধাণতাও বঞ্চিত হওয়ার কারণ হতে পারে। আসুন! এবার খলিফায়ে আ'লা হযরত, সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত আজিমুশ্শান যুগের প্রসিদ্ধ কিতাব "বাহারে শরীয়াত" এর আলোকে সফরে মদীনা ও রওযায়ে আকদাসের হাজিরীর কিছু আদব সম্পর্কে শুনি:

বারগাহে হাজিরীর আদব

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রওযায়ে রাসূলের হাজিরীর আদব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ✅ হাজিরীতে শুধুমাত্র এই সম্মানি যিয়ারতের নিয়্যত করা, ✅ যদি হজ্জ ফরয হয় তবে প্রথমে হজ্জ করে তারপর মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا হাজির হোন। হ্যাঁ! যদি মদীনা তাইয়্যবা পথিমধ্যে হয় তবে যিয়ারত না করে হজ্জে যাওয়া কঠোর হতাশ ও অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ হবে এবং এই হাজিরীকে হজ্জ কবুল হওয়ার দ্বীনি ও দুনিয়াবী সৌভাগ্য পাওয়ার উসিলা বানিয়ে দিন। আর যদি হজ্জ নফল হয় তবে আপনার মর্জি যে, প্রথমে হজ্জ করে পাক পবিত্র হযে মাহবুবের দরবারে হাজির হবেন বা

www.dawateislami.net

মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরী দিয়ে হজ্জকে মকবুলিয়্যত ও নূরানিয়্যত এর উসিলা বানান, ✅ সারা রাস্তায় দরূদ ও যিকির শরীফে ডুবে থাকুন এবং যতই মদীনা তায়্যিবা নিকট হতে থাকবে, আনন্দ ও উদ্দিপনাও বাড়াতে থাকুন, ✅ যখন হারামে মদীনা (মদীনার হেরেমের মধ্যে) আসবেন উত্তম হলো যে, পায়ে হেঁটে, কান্না করতে করতে, মাথা নিচু করে, দৃষ্টি নিচু করে, বেশি বেশি দরূদ পড়তে পড়তে এবং যদি সম্ভব হয় খালি পায়ে চলো।

হারাম কি জমিঁ আউর কদম রাখ্খে চলনা,
আরে সর কা মওকা হে ওউ জানে ওয়ালে।

✅ যখন কুব্বায়ে আনওয়ারের (নূরানী গুম্বদের) উপর দৃষ্টি যাবে, তখন দরূদ শরীফ আরো বেশি হারে পড়ুন, ✅ মসজিদে হাজিরীর পূর্বে সকল প্রয়োজনীয় কাজ সেরে (যার সম্পর্ক একাগ্রতার সাথে) অত্যন্ত তাড়াতাড়ি অবসর হয়ে, তা ছাড়া অযথা কথাবার্তা না বলে, সত্বর অযু, মিসওয়াক করে, গোসল করা উত্তম, সাদা ও নতুন পবিত্র পোশাক পড়ে, উত্তম সূরমা আর সুগন্ধি লাগিয়ে, মেশক হলে সবোত্তম। ✅ এবার সম্মানিত আস্তানায় অত্যন্ত নম্র ও বিনয় সহকারে গভীর মনোযোগ দিন। কান্না না আসলে কান্নার মতো মুখ করে নিন। অন্তরকে কান্না করানোর চেষ্টা করুন এবং নিজের কঠিন হৃদয় থেকে বাঁচার জন্য **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রার্থনা করুন। ✅ যখন মসজিদের দরজায় উপস্থিত হবেন। সালাত ও সালাম পড়ে একা থেকে যান, যেমন **ছরকারের** নিকট অনুমতি প্রার্থনা করছেন। অতঃপর بِسْمِ اللهِ বলে ডান পা প্রথমে রেখে অত্যন্ত আদব সহকারে প্রবেশ করুন। ✅ এই সময়ের যে আদব ও সম্মান ফরয তা সকল মুসলমানের অন্তর জানে। চোখ, কান, জিহ্বা, হাত, পা, অন্তর সবকিছুকে অন্য কিছু ভরা থেকে পাক করে নিন। মসজিদের নকশা ও সুন্দর্য্য দেখিও না। ✅ যদি এমন কোন কেউ সামনে এসে যায় যাকে সালাম কালাম করা জরুরী, যতটুকু সম্ভব পাশ কেটে চলে যাও অথবা প্রয়োজনের বেশি বলো না তবুও মনোযোগ **ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকেই রাখো, ✅ কখনোই মসজিদে আকদাসে কোন শব্দ উচ্চ আওয়াজে যেন বের না হয়,

www.dawateislami.net

বিশ্বাস করো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্যিই প্রকৃত দুনিয়াবী শারীরিক অবস্থায় সেই রূপেই জীবিত যেমন প্রকাশ্য ওফাত শরীফের পূর্বে ছিলো। তাঁর এবং সকল আম্বিয়াদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মৃত্যু শুধু মাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** ওয়াদার সত্যতা রক্ষায় এক মুহূর্তের জন্য হয়ে ছিলো,[১] এবার আদব ও উচ্ছলতায় ডুবে, গর্দান ঝুকিয়ে, দৃষ্টি নিচু করে, অশ্রু বিসর্জন করে, গুনাহের লজ্জায় লজ্জিত হয়ে, **ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ ও দয়ার আশা পোষন করে, তাঁর কদম শরীফের দিক থেকে সোনালী জালির সামনে রওজা শরীফে উপস্থিত হোন যে, **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ মাযারে ক্বিবলার দিকে মুখ করে বসে আছেন, তাই কদম মোবারকের দিক দিয়ে যদি আপনি আসেন, তবে **প্রিয় আক্বা, উভয় জগতের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি সরাসরি আপনার দিকে থাকবে এবং এই বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দ হওয়ার সাথে সাথে আপনার জন্য উভয় জাহানের সৌভাগ্যের কারণও বটে, ক্বিবলাকে পিঠ দিয়ে কমপক্ষে চার হাত (দুই গজ) দূরে নামাযের মতো হাত বেঁধে **ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দিকে মুখ করে দাড়ান। ফতোওয়ায়ে আলমগিরী ইত্যাদিতে এরূপ আদবের কথা লিখা আছে: يَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلٰوة অর্থাৎ- **ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এরূপ দণ্ডায়মান হও যেমন নামাযে দণ্ডায়মান হও। মনে রাখবেন! **ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ মাযার মোবারকে একেবারেই প্রকাশ্য হায়াতের মতোই জীবিত এবং আপনাকে অর্থাৎ হাজিরী দানকারীকেও দেখছেন। বরং আপনার এবং যিয়ারতকারীর মনে যে মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে তাও জানেন। সাবধান! জালি মোবারকে চুমু দেয়া বা হাত লাগানো থেকে বেঁচে থাকুন। কেননা, এটা আদবের খেলাফ। আমাদের হাত সেই যোগ্যতাই রাখে না যে, জালি মোবারক স্পর্শ করতে পারে। সুতরাং ৪ হাত দূরেই থাকুন। একটুক বাবুন! এটাও কম কিসে যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে অর্থাৎ যিয়ারতকারীকে মাযার শরীফের এতো কাছে ডেকেছেন এবং **ছরকার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার দৃষ্টি বিশেষ করে যেমন আপনার দিকে (যিয়ারতকারীদের দিকে),

[১] (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৬ষ্ঠা খন্ড, ১২২২ থেকে ১২২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এবার অন্তরের মতো যেমন আপনার মুখও জালির দিকে, আর এখানেই **আল্লাহ্‌র মাহবুবের** আজিমুশ্‌শান আরামের স্থান। অত্যন্ত আদব সহকারে বেদনা ভরা কণ্ঠে এই শব্দগুলো দ্বারা সালাম পেশ করুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاشَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ وَاُمَّتِكَ اَجْمَعِيْنَ.[১]

কিন্তু মনে রাখবেন! সালাম আরয করার সময় আওয়াজ এতো বেশি যেন না হয় যে, সকল আমলই নষ্ট হয়ে যায় আর একেবারেই ধীরে যেন না হয়। বরং মধ্যম আওয়াজ হওয়া চাই।[২]

মাহফুজ সদা রাখনা শাহা! বে আদাবো সে
আউর মুঝ ছে ভি সরযাদ না কভি বেআদবী হো।[৩]

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে নিজের এবং নিজের মা-বাবার, পীর-ওস্তাদ, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সকল মুসলমানের জন্য শাফায়াতের ভিক্ষা করুন। বার বার বলুন: اَسْاَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَارَسُوْلَ اللهِ অর্থাৎ- **(ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**!** আমি আপনার শাফায়াতের ভিভারী), অতঃপর কেউ সালাম আরয করার জন্য বরে থাকলে তা আরম্ভ করুন। কেননা, শরীয়াতের আদেশ রয়েছে, যতক্ষণ মদীনায়ে তায়্যিবায় উপস্থিত থাকবেন, একটি মুহূর্তই অযথা নষ্ট করবেন না। দুনিয়াবী আলোচনা শুধুই এই মসজিদেই নিষেধ নয় বরং সকল মসজিদেই নিষধ। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অধিকাংশ সময়ই প্রবিত্র অবস্থায় মসজিদ শরীফে উপস্থিত থাকুন। নামায, তিলাওয়াত ও দরূদ শরীফ দ্বারা সময় অতিবাহিত করুন।

---

[১] অর্থাৎ- **হে নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**!** আপনার প্রতি সালাম এবং **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত ও বরকত। **হে আল্লাহ্‌র রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**!** আপনার প্রতি সালাম। **হে আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির সেরা!** আপনার প্রতি সালাম। **হে গুনাহগারদের শাফায়াতকারী!** আপনার প্রতি সালাম। আপনার প্রতি, আপনার পরিবারের প্রতি, আপনার সাহাবীদের প্রতি, আপনার সকল উম্মতের প্রতি সালাম।

[২] **(বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২২৪-১২২৫ পৃষ্ঠা সংক্ষেপীত)**

[৩] **(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

মদীনায়ে তায়্যিবায় রোযা নসীব হলে, বিশেষ করে গরমের মৌসুমে তো কথাই নেই। কেননা, এতে শাফায়াতের ওয়াদা রয়েছে, এখানে প্রত্যেক নেকী পঞ্চাশ হাজার (৫০০০০) গুনা লিখা হয়, তাই বেশি বেশি ইবাদত করার চেষ্টা করুন। খাওয়া-দাওয়া অবশ্যই কম করবেন, আর যতটুকু সম্ভব ছদকা করুন। রওজায়ে আনওয়ারকে দেখা ইবাদত, যেমন- কা'বায়ে মায়ায্যমা বা কুরআনে করীম দেখা। সুতরাং আদব সহকারে এই কাজটি অধিক হারে করুন এবং দরূদ সালাম পড়তে থাকুন। পাঁচ ওয়াক্ত (দিনে পাঁচবর) বা কমপক্ষে সকালে ও সন্ধ্যায় রওজা শরীফে সালাম আরয করার জন্য হাজির হয়ে যাবেন। শহরে অথবা শহরের বাইরে থেকেও যখনি গুম্বদে হাদ্বরার উপর নজর পড়বে সাথে সাথেই হাত বেঁধে সেই দিকে মুখ করে সালাত ও সালমা পাঠ করুন। এই কাজ করা ছাড়া কখনো যাবেন না। কেননা, এটা আদবের খেলাফ, কবর মোবারকের দিকে কখনো পিঠ করবেন না। নামাযের সময়ও এমন জায়গায় দাঁড়াবেন না যেখানে দাঁড়ারে পিঠ করতে হয়। রওযা শরীফের তাওয়াফ করবেন না, না সিজদা করবেন। না তার সানে এতটুকু ঝুঁকে যাবেন যাতে রুকু বরাবর হয়ে যায়। **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানই হচ্ছে তার আনুগত্য। (আর রওযা শরীফের তাওয়াফ, সিজদা করা বা তার সামনে রুকু সমপরিমাণ ঝুঁকে **রাসূলে**র আনুগত্যের বিপরীত)[১]

"আশিকানে রাসূলদের ১৩০টি ঘটনা" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলদের মদীনায় সফর ও মদীনায় হাজিরী সম্পর্কে আরো আকর্ষনীয় ঘটনা এবং মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে আজব ঘটনা জানতে আর নিজের অন্তরে মদীনায় হাজিরীর সত্যিকার উন্মাদনা সৃষ্টি করার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংকলিত কিতাব "আশিকানে রাসূলদের ১৩০টি ঘটনা, মক্কা ও মদীনার যিয়ারাত" এর অধ্যয়ন অনেক উপকারী।

[১] (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২২৫-১২২৮ পৃষ্ঠা সংক্ষেপীত)

www.dawateislami.net

তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই কিতাবে মদীনার যিয়ারতকারীদের ৫১টি, প্রখ্যাত আশিকে রাসূল বুযুর্গ, হযরত সয়্যিদুনা ইমাম মালিকের ১২টি, হাজীদের ৪২টি, সালেহীনদের ৬টি, ওলামায়ে আহরে সুন্নাতের ১৭টি, জ্বিনদের ৭টি এবং পশুদের ৯টি জ্ঞান সর্বস্ব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়াও এতে আরো অনেক বিষয়ের জ্ঞান একত্রিভূক্ত করা হয়েছে। সকল ইসলামী ভাইদের প্রতি মাদানী অনুরোধ, এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদীয়া স্বরূপ সংগ্রহ করে পাঠ করুন। বরং সাধ্যমতো অধিক হারে সংগ্রহ করে সফরে মদীনার সৌভাগ্য অর্জনকারী সৌভাগ্যবানদের সাওয়াবের নিয়্যতে ফ্রি বন্টন করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাব পড়তে পারবেন। ডাউনলোডও করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউটও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা আশিকানে রাসূলের মদীনার সফর সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনা শ্রবন করলাম। এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা মাহবুবের শহরে হাজিরীর জন্য কিরূপ ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। আরো জানলাম যে, সবুজ গুম্বুজ ও রওযায়ে আকদাসের যিয়ারত তাঁদের নিজের জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিলো। আমাদের মহান ব্যক্তিবর্গ ও বুযুর্গানে দ্বীনদের যখন মদীনা শরীফের হাজিরী নসীব হতো তখন তারা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দরবারের এমন ইজ্জত ও সম্মান করতেন যে, যা শুনে আমরা হতবাক হয়ে যাই। এই মোবারক সফরে যদি কোন দুঃখ বা কষ্ট এসে যেতো তবে তা নিজের সৌভাগ্য মনে করে সহ্য করে নিতেন। বরং সেই কষ্টের চিকিৎসা করার পরিবর্তে তা মাহবুবের পক্ষথেকে পাওয়া মূল্যবান উপহার মনে করতেন। মাহবুবের দরবারের এমনকি অলি-গলির সাথে সম্পর্কিত অতি সাধারণ বস্তুকেও সম্মান করতো। যদি **প্রিয় আক্বার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষথেকে আহ্বানে দেরী হতো তবে রূহানী ভাবে সহান দরবারের চুম্বন করতো।

www.dawateislami.net

আর যখন হাজিরী নসীব হয়ে যায় তখন অশ্রুসজল নয়নে মদীনার সফরের সৌভাগ্য অর্জন করতো। এমনকি সেই পবিত্র ভূ-খন্ডের আদব করতে গিয়ে বাহন ব্যবহার করতেন না বরং জুতো পড়াও উচিত মনে করতেন না। নিঃসন্দেহে এই ঘটনাগুলো আমাদের সবার জন্য বিশেষ করে ঐ সৌভাগ্যবানদের জন্য অগণিত মাদানী ফুল রয়েছে। যারা অতি শীঘ্রই **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আনওয়ারের হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জন করছেন। সুতরাং সকল ইসলামী ভাইয়ের উচিত, জীবনে যখনি মদীনা মুনাওয়ারার হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জন হয়, সেই মাদানী ফুলগুলো এবং বাহারে শরীয়াতের আলোকে বর্ণনা কৃত হাহিরীর আদবগুলোর প্রতি বিশেষ নজর রাখা। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সকলকে আপন মুর্শিদের সাথে মদীনা শরীফের বা-আদব হাজিরী নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়্যা মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতি ক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্দোগে এই পর্যন্ত ৯৭টি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত আচে। এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো: "মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়া মজলিশ" যা প্রতিনিয়ত **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখি উম্মতের সহানুভূতিতে লিপ্ত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ জনহিতকর কাজের এই বিভাগের পক্ষথেকে প্রতি মাসে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার (১,২৫,০০০) রোগী এবং দূর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিদের কমপক্ষে চার লাখের (৪,০০,০০০) বেশি তাবীয ও ওযীফায়ে আত্তারীয়্যা **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য বিনা পয়সায় বিতরণ করা হয়। মনে রাখবেন! এই বিভাগের কার্যক্রম কোন বিশেষ এরাকা বা শহর কেন্দ্রীক নয় বরং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এর ষ্টল লাগানো হয় এবং বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তানের প্রায় সব বিভাগে অগণিত ষ্টল রয়েছে এছাড়াও অন্যান্য দেশে যেমন- সাউথ আফ্রিকা, কানাডা, মরিশাস, আমেরিকা, স্পেন, গ্রীস, হংকং, সাউথ কোরিয়া, আফ্রিকার শহর (মুমবাসা, তানজানিয়া, ইউগান্ডা), ইংল্যান্ড এর শহর (বেডফোর্ট, বার্মিংহাম) ও

www.dawateislami.net

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাবীযাতে আত্তারীয়্যার অসংখ্য ষ্টলের ব্যবস্থা রয়েছে। মাকবুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়্যা মজলিশের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই দুঃখি মানুষদের বিশেষ সাহায্য করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তা প্রচার ও প্রসার কাজের সদা ব্যস্ত। হে **আল্লাহ্**! আমাদের সকলকে মিলেমিশে মাদানী কাজ করার প্রেরণা দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্ করম এয়্যছা করে তুজপে জাহাঁ মে।
এ দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধূম মাচি হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজে অংশ নিন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে বাঁচতে, নেক কাজ করতে, নিজ অন্তরে মক্কা মদীনার উন্মাদনা সৃষ্টি করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকুন। মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সফরকে আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন। এমনকি জেলী হালকার **১২**টি মাদানি কাজে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করুন। জেলী হালকার **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ "সদায়ে মদীনা"ও রয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে মুসলমানদের ফযরের নামাযের জন্য জাগানোকে "সদায়ে মদীনা" বলা হয়। ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানো এক মহান সৌভাগ্য এবং হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সুন্নাত। বর্ণিত আছে: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এই মোরবারক অভ্যাস ছিলো যে, যখন তিনি ফযরের নামায আদায় করার জন্য ঘর থেকে বের হতেন, তখন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় লোকদের নামাযের জন্য জাগাতে জাগাতে আসতেন। এমনকি ফযরের আযানের পরই যদি মসজিদে কেউ থাকতো তবে তাকে জাগিয়ে দিতেন।[২]

[২] (তাবকাতু কুবরা, যিকির ইসতিখালাফ ওমর, ৩/২৬৩)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁন মুরিদীন, মুহিব্বীন এবং সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের মাদানী ইন্আমাত হতে একটি মাদানী ইন্আম 'সদায়ে মদীনা'ও দান করেছেন। নিঃসন্দেহে প্রতিদিন হাজারো ইসলামী ভাই ফযরের সময় মুসলমানদের ফযরের নামাযের জন্য জাগান এবং আদায়ে ফারুকীর উপর আমল করে নেকীর ভান্ডার জমা করেন। আসুন! এই বিষয়ে একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি:

জুয়ারী শ্রমিক পরিবর্তন হয়ে গেলো

মহারাষ্ট্র (ভারত) এর ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হবার পূর্বে আমি গুনাহের রোগের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সারা দিন পরিশ্রম করে যে টাকা উপার্জন করতাম, রাতে তা দিয়ে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) মদ কিনে পান করতান। চিল্লা-চিল্লি করতাম, গালি-গালাজ করতাম, মা-বাবা ও মহল্লাবাসীদের অনেক কষ্ট দিতাম। তাছাড়া আমি একজন জুয়ারী ও বেনামাযী ছিলাম। এরূপ উদাসীনতায় আমার জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হতে লাগলো। অবশেষে আমার ভাগ্যের তারা চমকালো যে, সৌভাগ্যক্রমে আমার সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে মাদানী কাফেলায় সফরের উৎসাহ প্রদান করলেন। আমি না করতে পারলাম না এবং সাথে সাথেই ৩ দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সঙ্গ অর্জন করলাম এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা,শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালাও শুনার সৌভাগ্য হলো। যার বরকতে আমার মতো পাক্কা বেনামাযী, মদ্যপায়ী, জুয়ারী অনুশোচিত হয়ে তাওবা করে শুধু নামাযী নয় বরং "সদায়ে মদীনা" দানকারী এবং অন্যদেরও মাদানী কাফেলার মুসাফির বানানোর মহান সৌভাগ্য অর্জনকারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে এখন পর্যন্ত ৩০ জন ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেছে।

www.dawateislami.net

এই বর্ণনা দেয়ার সময় আমি এক মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি এবং মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর মহান কাজে ব্যস্ত আছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পানি পান করার ১৩টি মাদানী ফুল

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা "১৬৩টি মাদানী ফুল" থেকে পানি পান করার সুন্নাত ও আদব শুনি প্রথমে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি আলীশান ফরমান: "উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে (পানি) পান করো না। বরং দুই বা তিনবার (নিঃশ্বাস নিয়ে) পান করো। আর পান করার পূর্বে بِسْمِ الله পাঠ করো এবং পান শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলো।"[১] ✱ **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রে নিঃশ্বাস নিতে বা তাতে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।[২] প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْه আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা জীব জন্তুদের কাজ। তাছাড়া নিঃশ্বাস কখনো বিষাক্ত হয়। তাই নিতান্তই নিশ্বাস ফেলতে হলে, পাত্র থেকে মুখ পৃথক করে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিতে হবে। গরম দুধ বা চা ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করবেন না। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঠান্ডা হওয়ার পরই পান করুন।[৩] তবে দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে শিফার নিয়্যতে পানিতে ফুঁক দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।" ✱ চুমুক দিয়ে ছোট ছোট ঢোঁকে পান করুন। বড় বড় ঢোঁকে পান করলে যকৃতের **(LEAVER)** রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ✱ পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। ✱ বসে এবং ডান হাতে পানি পান করুন। ✱ পান করার পূর্বে দেখে নিন পাত্রে ক্ষতিকর জিনিস ইত্যাদি আছে কিনা।[৪]

---

[১] (সুনানে তিরমিযী, ৩/৩৫২, হাদীস- ১৮৯২)
[২] (সুনানে আবু দাউদ, ৩/৪৭৪, হাদীস- ৩৭২৮)
[৩] (মিরআত, ৬/৭৭)
[৪] (ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৫/৫৯৪)

www.dawateislami.net

✱ পানীয় দ্রব্য পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলবেন। ✱ পানি পান করার কয়েক মুর্হুতে খালি গ্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, গ্লাসের উপর থেকে বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গ্লাসের তলায় জমা হয়ে যায়। তাও পান করে নিবেন। ✱ গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারের উপযোগী হওয়া সত্ত্বে তা অযথা ফেলে দিবেন না। ✱ বর্ণিত রয়েছে: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে।[২] পানি পান করার কয়েক মুর্হুতে খালি গ্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, গ্লাসের উপর থেকে বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গ্লাসের তলায় জমা হয়ে যায়। তাও পান করে নিবেন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

তিন দিন হার মাহ্ জু আপনায়ে মাদানী কাফেলা
বে হিসাব ইস কা খোদা ইয়া! খুলদ মেঁ হো দাখিলা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

[২] (আল ফতোয়াল ফিকহিয়্যাতুল কুবরা লি ইবনে হাজর আল হায়তামী, ৪/১১৭। কাশফুল খিফা, ১/৩৮৪)

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ :

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الْاُمِّیِّ الْحَبِیْبِ الْعَالِیِ الْقَدْرِ الْعَظِیْمِ الْجَاہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلِّمْ

)১ (বুযুর্গরা বলেছেন :যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে)বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে(এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় হুরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে হুরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত(

)২(সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।)প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫(

)৩ (রহমতের সত্তরটি দরজা صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ :

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

)৪(এক হাজার দিনের নেকী جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھْلُہٗ :

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত ,হুরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন।)মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩(

) ৫ (ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন :এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯(

)৬(নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ারصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরামعَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে ! যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীমصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন :সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে।)আল কাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫)

www.dawateislami.net